জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইট: www.nu.ac.bd

পরিচালকের কার্যালয়
জনসংযোগ দপ্তর
ফোন ঃ ০২ ৯৯৬৬৯১৫৩৬, ফ্যাক্সঃ ০২ ৯৯৬৬৯১৫৫০
mail: nupr1992@gmail.com

৩১ অক্টোবর, ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য

শিক্ষার্থীদের প্রাণশক্তিতে আগামীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়ে উঠুক

হেমন্তের শিশির ভেজা সকালে নীল-সাদা রংয়ের শাড়ি পরে কলেজে এসেছে লাবলী আক্তার ও তার সহপাঠীরা। তারা ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের নবীন শিক্ষার্থী। তাদের চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ স্পষ্ট। আনন্দের কারণও জানা গেল। তাদের কলেজে আজ নবীনবরণ ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিষয়টি কী আর এমন! এটি তো প্রতিবছরই ঘটে। তাহলে এতো আনন্দের হিল্লোল বইছে কেন তাদের মনে? জানতে চাইলে লাবলী আক্তার বললেন, 'আজ (৩০ অক্টোবর ২০২৩) আমাদের জীবনের একটি বিশেষ দিন। আজকের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়। এই কলেজে আমরা প্রথম কোনো উপাচার্য স্যারকে পেলাম। এটি আমাদের জন্য গৌরবের এবং আনন্দের। কারণ আমরা এই কলেজে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের পরীক্ষা হয়। কিন্তু কোনো দিন উপাচার্য স্যারকে দেখতে পারিনি। তিনি নিজে এসেছেন আমাদের দেখতে। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?'

শুধু শিক্ষার্থী নয়, বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও। তাদের ভাষ্য, স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ। কিন্তু এই কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভাইস-চ্যান্সেলরের এবারই প্রথম আগমন। এটি তাদের জন্য গর্বের। এজন্য প্রস্তুতিরও কোনো কমতি ছিল না। বাংলা বিভাগের নবীন শিক্ষক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, 'এমন উদ্যোগ দীর্ঘদিন পরে হলেও ক্যাম্পাসে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের আগমনের মধ্যদিয়ে কলেজটি উজ্জীবিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী নতুন উদ্যমে নবযাত্রার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।'

নবীনবরণ উপলক্ষে কলেজটিতে নানা বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়। কলেজ প্রাঙ্গণে সাড়ে ১০টায় শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা এবং গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। উপাচার্যও তাঁর স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতেই শিক্ষার্থীদের নব উদ্যমে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার স্বপ্ন দেখালেন। বললেন আগামীর বাংলাদেশ এবং বিশ্ব তোমাদের হাতেই গড়ে উঠবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য ড. মশিউর রহমান বলেন, 'তোমরা যে কলেজে পড়তে এসেছ, আমরা এর আমূল পরিবর্তন করতে চাই। তোমাদের চোখে, মুখে, বুকে স্বপ্ন ছড়াতে চাই। এই বাংলাদেশ অপূর্ব। এর প্রাণশক্তি অপূর্ব। অন্যকোনো দেশ অনুসরণ করার জন্য বাংলাদেশ তৈরি হয়নি। এই দেশ অনন্য শক্তিতে ভরপুর। তোমরা টেবিলে বসবে। নিয়মিত পড়বে। তোমার প্রিয় বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। নতুন পৃথিবীকে জয় করার সকল শক্তি তোমার মধ্যে ধারণ করতে হবে। আগামীর পৃথিবীর মালিক তুমি। তুমি তোমার প্রাণশক্তিতে আগামীর বাংলাদেশ এবং বিশ্বকে গড়ে তুলবে।'

'আজ যখন দেখি অনেক নোবেল বিজয়ী আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়- তখন প্রশ্ন জাগে এতজন নোবেল বিজয়ীর মনে হল না- গাজায় যা হয় তার প্রতি তীব্র নিন্দা জানানো দরকার। মিয়ানমারে লাখো শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। বিবেক বন্দী রেখে বিশ্বকে জাগ্রত করা যায় না। বিশ্বকে জাগ্রত করতে হলে একজন বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রয়োজন, যা আমাদের আছে।'

দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের প্রতি প্রশ্ন রেখে দেশের প্রথিতযশা এই সমাজবিজ্ঞানী বলেন, যে নবীন শিক্ষার্থীরা আজ এই কলেজে এসেছে। তাদের চোখে, মুখে, বুকে স্বপ্ন। তারা তারুণ্যে ভরপুর। তাদের কাছে এই কলেজ পাঠ গ্রহণের প্রিয় জায়গা ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের সামনে বিশ্বময় চ্যালেঞ্জের এবং আশাবাদের নানা খেলা। আমরা কী তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারছি? তার সামনে কোন পৃথিবী? সেই পৃথিবীতে তার সামনে কে মডেল? কাকে সে অনুসরণ করবে? কোন ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে সে আজ এখানে উপনীত? তাকে কী সব কিছু দিয়ে তৈরি করতে পেরেছি? নাকি নানা পথের প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে ধীরে ধীরে সেও তার চ্যালেঞ্জিং জীবনে এগোচ্ছে।'

উপাচার্য ড. মশিউর রহমান আরো বলেন, 'আজকে আমরা এখানে যখন নবীন বরণ করছি, তখন আমার স্বদেশে একজন পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। গাজায় অত্যাচারীর বুলেটে শিশু, মা-বোনের বুক মুহূর্তের মধ্যে ঝাঝরা হয়ে যায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বে মন্দা দেখি। দ্রব্যের ক্রয় মূল্য বাড়ে। শিক্ষার্থীরা জানে না, সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের পূর্বপ্রজন্ম ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের শাসনে অগণতন্ত্র ছিল, সামরিক শাসনের যাঁতাকল ছিল। আমাদের সকল চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে যে শিক্ষার্থী নতুন করে বাংলাদেশ এবং পৃথিবী গড়তে চায়- তার সামনে কি তুলে ধরছি আমরা? এসব উত্তরও আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।'

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য ড. মশিউর রহমান বলেন, 'ফেসবুক, ইউটিউব তুমি ব্যবহার করবে। পৃথিবীকে জানবে। কোভিড উত্তর পৃথিবীতে আমরা মনে করেছিলাম, এই পৃথিবীর উন্নত বিশ্ব আমাদের তাই দেবে, যা অনাগত দিনে একের পর এক শান্তি বয়ে আনবে। কিন্তু যুদ্ধের দামামায় শিশু, নারী হত্যার শিকার হবে সেটি প্রত্যাশিত ছিল না। সেই পৃথিবীতে তোমাকে ভালো-মন্দ জানতে, বুঝতে হবে। আত্মমর্যাদার বাংলাদেশ সৌন্দর্যের মহিমায় গড়ে উঠেছে। আমাদের এই দেশে কিছুদিন আগে বিশ্বব্যাংক বলেছিল পদ্মাসেতু হবে না। কারণ আমরা দুর্নীতি করেছি। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি দুর্নীতি করিনি। আমরা আত্মমর্যাদার পদ্মাসেতু তৈরি করেছি কোনো বিবাদ ছাড়া। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন রক্ত ঝড়ত। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো ধরনের তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া শান্তি চুক্তি করেছেন। স্থায়ীভাবে বিবাদ শেষ হয়েছে। সমুদ্রসীমা জয় করেছি। সিটমহল সমস্যা সমাধান করেছি। উন্নত বিশ্ব যেখানে যুদ্ধ করে আর আমরা লাখো শরণার্থীকে আশ্রয় দেই। এভাবেই এই বাংলাদেশ একের পর এক তার সুশোভিত সুঘ্রাণ ছড়িয়েছে। এসব কিছুর মূলে আমাদের একাত্তরে ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ। তাঁরা লাফিয়ে লাফিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দু'লক্ষ মা-বোন নির্যাতন সয়ে সয়ে পবিত্র মানচিত্র এঁকেছেন- নাম তার বাংলাদেশ।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য আরো বলেন, 'আজ তোমাদের সামনে শিক্ষকরা আছেন, যারা ক্লাসে বঙ্গবন্ধু পড়াবেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পড়াবেন। নতুন করে আইসিটি, সফটস্কিল, অন্ট্রাপ্রেনারশিপ পড়াবেন। তাদের চোখে মুখে চোখ রেখে তার কাছে প্রতিদিন জেনে, শুনে বুঝে এই প্রিয় শিক্ষককে বাবা-মায়ের মতো মর্যাদা দিয়ে তোমরা যদি এই প্রাঙ্গণকে ভরে তোল তাহলে দাবি-দাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ক্রমাগত উন্নয়নের পথে আছি। আমরা ক্রমাগত মানবিকতা এবং সৌন্দর্যের মধ্যে আছি। তোমরা বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, নজরুল, সোহরাওয়ার্দীকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আদর্শ মানুষ হবে। আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ ঐহিত্যে ভরপুর। বিজ্ঞান, মানবিকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের চর্চা- এসবের মধ্য দিয়ে নিজেকে যখন তৈরি করবে, দেখবে তোমার পথ চলা অনিন্দ্য সুন্দরে ভরে উঠবে। নিজেকে শুদ্ধতম হিসেবে গড়ে তুললে তোমার আগামী পথ চলা হবে শক্তিমান।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইট: www.nu.ac.bd

পরিচালকের কার্যালয়
জনসংযোগ দপ্তর
ফোন ঃ ০২ ৯৯৬৬৯১৫৩৬, ফ্যাক্সঃ ০২ ৯৯৬৬৯১৫৫০
mail: nupr1992@gmail.com

নবীণবরণ ও সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়ে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী শাকিল আহমেদ বলেন, 'বড় ভাইদের কাছে শুনেছি তারা কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নবীনবরণ পায়নি এবং ভাইস-চ্যান্সেলর স্যারকেও কখনো পায়নি। পরের প্রজন্ম পাবে কি না জানি না। তবে আমরা ভাগ্যবান কলেজের লোগো সম্বলিত টি শার্ট, ক্যাপ পেয়েছি। উপাচার্য স্যারকে পেয়েছি প্রধান অতিথি হিসেবে।'

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৩ এ সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির সভাপতি ও বাংলাদেশ কাস্টমস এর অতিরিক্ত কমিশনার এবং শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এর ডেপুটি কমিশনার ও মোটিভেশনাল স্পিকার সুশান্ত পাল, ফুলবাড়িয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মালেক সরকার, কলেজ অধ্যক্ষ (চ. দা.) মো. আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠান শেষে কলেজের শিক্ষার্থী এবং অতিথি শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

(মো. আতাউর রহমান)
পরিচালক
জনসংযোগ দপ্তর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়